

দুআ বিশ্বকোষ

(প্রয়োজনীয় সকল দুআ, যিকির, আমল ও মাসনুন ওজিফার সংকলন)

মূল

ইমাম নববি 

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল জাযারি শাফিযি 

শাইখ সাঈদ ইবনু আলি কাহতানি 

সংকলক

মাওলানা আবদুল্লাহ জোবায়ের

সম্পাদনা

দারুল ফালাহ সম্পাদনা পরিষদ

دار الفلاح

দারুল ফালাহ

সূচিপত্র

পূর্বকথা..... ৩১

দুআ ও যিকিরের পরিচয়..... ৩৫

দুআ কেন করব..... ৩৫

দুআই ইবাদত..... ৩৬

অনাগত বিপদ থেকে বাঁচা যায়..... ৩৬

না চাইলে আল্লাহ রাগান্বিত হন..... ৩৬

কেউ ফেরে না খালি হাতে..... ৩৬

ছোট-বড় সব প্রয়োজন আল্লাহর কাছে বলা..... ৩৭

কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া..... ৩৭

যিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত..... ৩৭

দুআ করার আদব..... ৩৯

দুআর শুরুতে যা পড়ব..... ৩৯

সকল অবস্থায় দুআ করা..... ৩৯

অভিশাপ না দেওয়া..... ৩৯

মৃদু শব্দে দুআ করা..... ৪০

কাকুতি-মিনতি করা..... ৪০

ইয়া যাল-জালালি ওয়াল ইকরাম বলা..... ৪০

ওসিলা দিয়ে দুআ করা..... ৪১

ইসমে আজম দিয়ে দুআ করা..... ৪৩

নিজের গুনাহের স্বীকারোক্তি..... ৪৪

কৃত্রিম হৃন্দ পরিহার করা..... ৪৫

তিনবার করে চাওয়া.....	৪৬
কিবলামুখী হওয়া	৪৬
হাত ওঠানো	৪৬
ওজু করে নেওয়া.....	৪৬
আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা	৪৭
নিজের অভাব অনুযোগ তুলে ধরা.....	৪৭
নিজেকে দিয়ে শুরু করা.....	৪৮
বাড়াবাড়ি না করা	৪৮
হারাম থেকে বেঁচে থাকা	৪৮
অপরের জন্য দুআ করা	৪৯
কেবল আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করা	৪৯
সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করা	৫০
আমিন বলা.....	৫০
চেহারায় হাত মুছা.....	৫০

যিকিরের আদব ৫২

যিকিরের রুটিন	৫২
নির্ধারিত যিকির মিস না করা.....	৫২
মন দিয়ে যিকির করা	৫৩
পাক-পবিত্র থাকা	৫৩
যিকিরে কখন বিরতি দিবে	৫৩

দুআর আদব ৫৫

ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা	৫৫
আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা	৫৫
বিনীতভাবে দুআ করা	৫৫

একাগ্রচিত্তে দুআ করা ৫৬

দুআ কবুল না হওয়ার কারণ ৫৭

হারাম উপার্জন ৫৭

তাড়াহুড়া ও নাফরমানি করা ৫৮

ফরজ দায়িত্ব বর্জন ৫৮

দুআর বদলায় অন্যকিছু দেওয়া হয় ৫৯

দুআ কবুলের সময় ৬০

লাইলাতুল কদর ৬০

রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম হলে ৬০

শেষরাতের দুআ ৬০

প্রতি রাতের কোনো এক সময় ৬১

রাতে জেগে নির্দিষ্ট দুআ পড়ার পর ৬১

জুমুআর দিন কোনো এক সময় ৬২

আরাফার দিন ৬২

ওজু করার পর ৬৩

আযানের সময় ৬৩

আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময় ৬৩

ইকামত চলাকালীন ৬৩

ফরজ নামাজের পর ৬৪

নামাজের শুরুতে তাকবির বলার সময় ৬৪

সূরা ফাতিহা শেষ করে ৬৫

রুকু থেকে ওঠার পর ৬৫

সিজদারত অবস্থায় ৬৫

রমজান মাসে ৬৫

প্রথম দশকে.....	৬৫
কুরআন খতম করার পর.....	৬৬
দুআ ইউনুস পাঠের পর.....	৬৬
জমজমের পানি পান করার সময়.....	৬৭
বৃষ্টির সময়.....	৬৭
যুদ্ধের সময়.....	৬৭
অসুস্থতা এবং মৃত্যুর সময়.....	৬৭

দুআ কবুলের স্থান..... ৬৯

কাবার অভ্যন্তরে.....	৬৯
সাফা এবং মারওয়াতে.....	৬৯
মাকামে ইবরাহীমে.....	৭০
মাশআরুল হারামের কাছে.....	৭০
কঙ্কর নিষ্ক্ষেপের স্থানে.....	৭০
যিকিরের মজলিসে.....	৭১

যাদের দুআ কবুল হয়..... ৭৩

অসহায়, নিরুপায় ব্যক্তি.....	৭৩
মজলুমের দুআ.....	৭৩
মুসাফিরের দুআ.....	৭৪
সন্তানের জন্য পিতার দুআ.....	৭৪
রোজাদারের দুআ.....	৭৪
ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ.....	৭৪
নেককার লোকের দুআ.....	৭৪
বাবা-মা'র সাথে ভালো আচরণকারী.....	৭৫
অনুপস্থিত মুসলিমের জন্য দুআ.....	৭৬

প্রাত্যহিক দুআ ও যিকির..... ৭৭

টয়লেটে ঢোকার সময়	৭৭
টয়লেট থেকে বের হওয়ার পর	৭৮
গোসলখানায় ঢোকার সময়	৭৮
ওজুর শুরুতে যে দুআ পড়বে	৭৯
ওজু শেষ করার পর	৭৯
তাহিয়াতুল ওজু	৮০
গোসল করার সময় যে দুআ পড়বে	৮১
দেহ নাপাক হয়, অন্তর নয়	৮১
হায়িজ থেকে পবিত্রতা	৮১
তায়াম্মুম করার দুআ	৮২

নামাজের যিকির-আযকার..... ৮৩

মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময়.....	৮৩
মসজিদে যাওয়ার সময়	৮৩
মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার আদব	৮৪
মসজিদে অবস্থানকালে দুআ	৮৮
দুখুলুল মসজিদ.....	৮৯
মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিলে.....	৮৯
বেচাকেনা হতে দেখলে.....	৯০
আযানের গুরুত্ব.....	৯০
মুয়াযযিনের ফজিলত	৯০
আযান ও ইকামাতের পদ্ধতি.....	৯০
ফজরের আযানের বাড়তি অংশ	৯৩
আযানের জবাব	৯৪

আযান-পরবতী দুআ.....	৯৪
ইকামতের জবাব.....	৯৭
নামাজের কাতারে পৌঁছে যে দুআ পড়বে.....	৯৭
নামাজ শুরু করার সময়.....	৯৮
নামাজ শুরুর যিকির.....	৯৮
প্রতিবার ওঠানামা করার সময়.....	৯৮
তাকবিরে তাহরিমার পর.....	৯৯
নফল নামাজের শুরুতে.....	১০০
সানার পরে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া.....	১০২
সূরা ফাতিহা শেষে আমিন বলা.....	১০৩
রুকুর তাসবিহ.....	১০৩
নফল নামাজের রুকুতে দুআ.....	১০৩
রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে.....	১০৫
নফল নামাজের রুকু থেকে মাথা তুলে.....	১০৬
সিজদার তাসবিহ.....	১০৮
সিজদার মাসনুন দুআ.....	১০৮
তিলাওয়াতের সিজদায় যে দুআ পড়বে.....	১১১
দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দুআ.....	১১২
তাশাহুদদের বৈঠক.....	১১৩
দরুদে ইবরাহীমী.....	১১৬
শেষ বৈঠকের দুআ.....	১১৭
ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করা.....	১২২
নামাজের মধ্যে শয়তান ওয়াসওয়াসা দিলে.....	১২৩
বিতরের দুআ কুনুত.....	১২৩

কুনুতে নাযিলা	১২৫
---------------------	-----

নামাজ-পরবর্তী দুআ ও যিকির..... ১২৮

তিনবার ইস্তিগফার	১২৮
আয়াতুল কুরসি	১২৮
মহান আল্লাহর প্রশংসা	১২৯
কিছু মাসনুন ওজিফা.....	১৩১
দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি চাওয়া	১৩২
কবরের আযাব ও জাহান্নাম হতে পানাহ.....	১৩৩
বিভিন্ন ফিতনা থেকে আশ্রয়	১৩৩
অশ্লীলতা থেকে মুক্তি.....	১৩৪
বিপথগামী হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা.....	১৩৫
কিয়ামতের আযাব থেকে পানাহ.....	১৩৫
বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয় চাওয়া	১৩৬
ফজর নামাজের পর.....	১৩৬
মাগরিব নামাজের পর	১৩৭
বিতর নামাজের পরে যে দুআ করবে	১৩৮

বিভিন্ন নামাজের বিবরণ

ফজরের সুন্নতে যে সূরা পড়া যায়	১৪০
জুমুআর দিন ফজরের কিরাত	১৪০
অন্যান্য ফরজ নামাজের কিরাত	১৪০
জুমুআ এবং ঈদের নামাজের সূরা	১৪১
মাগরিবের সুন্নত নামাজের কিরাত.....	১৪১
ইশরাকের নামাজ	১৪১
চাশতের নামাজ	১৪১

যাওয়ালের নামাজ	১৪৩
তাওবার নামাজ	১৪৩
সালাতুল হাজত	১৪৪
ইসতিখারার নামাজ এবং দুআ	১৪৪
সালাতুত তাসবিহ.....	১৪৯
সূর্যগ্রহণের নামাজ (সালাতুল কুসূফ)	১৫১
চন্দ্রগ্রহণের নামাজ (সালাতুল খুসূফ)	১৫১
বৃষ্টির নামাজ বা সালাতুল ইসতিসকা.....	১৫১
বৃষ্টির নামাজের দুআ.....	১৫২

সকাল-সন্ধ্যার যিকির ১৫৪

দিনের প্রথমার্শে নামাজ পড়া	১৫৪
বিভিন্ন সময়ের ওজিফা	১৫৪
জুমুআর দিন দুআ করা	১৫৮
সকাল-সন্ধ্যার যিকির-আযকার.....	১৫৮
শুধু সকালে পঠিতব্য দুআ.....	১৭২
সূর্যোদয়ের সময় যে দুআ পড়বে.....	১৭৬
সূর্য উদিত হওয়ার পর.....	১৭৬
কেবল সন্ধ্যাবেলায় যে দুআ পড়বে	১৭৬
সন্ধ্যা-রাতে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকা.....	১৭৭
ঘুমানোর দুআ	১৭৭
ঘুমানোর আগে কিছু ওজিফা.....	১৮৫
ঘুম না এলে যে দুআ পড়বে	১৮৭
রাতে পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় এ দুআ পড়বে.....	১৮৯
ঘুমের ঘোরে ভয় পেলে	১৮৯

স্বপ্নে ভালো বা মন্দ কিছু দেখলে.....	১৯০
রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হলে যে দুআ পড়বে	১৯০
ঘুম থেকে জেগে যা পড়তে হয়	১৯৫
.....	১৯৬

হজের যিকির-আযকার..... ১৯৭

হজের ফজিলত	১৯৭
কবুল হজের প্রতিদান	১৯৭
তালবিয়া	১৯৭
তালবিয়া শেষে দুআ	১৯৮
মক্কার সীমানায় পৌঁছে যে দুআ পড়বে	১৯৮
কাবাঘরের প্রতি নজর পড়লে দুআ করা	১৯৮
তাওয়াফ শুরুর দুআ	১৯৯
তাওয়াফ চলাকালীন দুআ	২০০
হাজরে আসওয়াদের কাছে	২০০
রুকনে ইয়ামানি এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে.....	২০০
রুকনে ইয়ামানি এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে	২০১
মাকামে ইবরাহীমের কাছে নামাজ পড়া	২০১
তাওয়াফের নামাজ শেষ করে দুআ	২০১
কাবার মুলতায়ামে এ দুআ পড়বে	২০২
কাবার হাতীমে দুআ করা	২০৩
কাবাঘরের ভেতরে দুআ করা	২০৪
সাফা পাহাড়ে যে দুআ পড়বে	২০৪
সাফা-মারওয়ার মাঝে যে দুআ পড়বে	২০৫
মিনায় যাওয়ার সময়	২০৬

আরাফার দিকে যাওয়ার সময়	২০৬
আরাফার দিনের দুআ	২০৭
মুযদালিফায় দুআ.....	২০৮
মাশআরুল হারামের কাছে	২০৮
মিনায় যাওয়ার সময়	২০৯
কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে দুআ করা	২১০
মাথা মুণ্ডানোর সময়	২১০
মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় করণীয়	২১১
হাজীর জন্য দুআ করা	২১২
কুরবানি এবং জবাই সংশ্লিষ্ট দুআ	২১৩

সফরের নিয়ম ও দুআ ২১৫

সফরের প্রস্তুতি শেষে.....	২১৫
বিদায় নেওয়ার দুআ	২১৬
বিদায় জানানোর দুআ	২১৬
ঘর থেকে বের হওয়ার সময়	২১৮
বাহনে আরোহণের দুআ	২১৯
বাহনের ওপর স্থির থাকার দুআ	২২২
নৌযানে আরোহণের দুআ.....	২২২
সফররত অবস্থায় যিকির করা	২২৩
বাহন চলতি পথে হেঁচট খেলে	২২৩
সফরে বাহন হারিয়ে গেলে বা সাহায্য প্রয়োজন হলে	২২৪
অবাধ্য বাহন থামাতে	২২৪
সফরে কোনো রকম বিপদ এলে.....	২২৫
সফরে থাকাকালীন ভোর রাতে.....	২২৫

কোথাও অবতরণ করলে.....	২২৫
সফরে থাকাবস্থায় রাত ঘনিয়ে এলে	২২৬
কোনো জনপদ নজরে পড়লে	২২৬
সফরে ভালো থাকতে যে দুআ পড়বে	২২৮
সফর শেষে বাড়ির কাছাকাছি এসে	২২৮
ঘরে প্রবেশের সময় দুআ	২২৯
ঘরে প্রবেশের পর	২৩১
ঘরের লোকেরা যা বলবে.....	২৩১

জিহাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দুআ ২৩২

জিহাদে রওনা হওয়ার সময়	২৩২
বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়ার সময়	২৩২
জিহাদের সময় দুআ করা	২৩৩
জিহাদের ময়দানে সংকেত ব্যবহার	২৩৫
শত্রুর মুখোমুখি হলে যে দুআ পড়বে	২৩৬
শত্রুর অঞ্চলে প্রবেশের সময়	২৩৬
ক্ষতির আশঙ্কা হলে	২৩৬
জখম হলে যে দুআ পড়বে	২৩৭
শত্রুবাহিনী পিছু হটলে	২৩৭

বিপদের সময় করণীয় ২৪১

বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা.....	২৪১
বিপদকালে যেসব দুআ পড়তে হয়.....	২৪১
যা পড়লে দুআ কবুল হয়	২৪৬
কঠিন বিষয় সহজ করার দুআ.....	২৪৬
ছোট বড় যে-কোনো মুসিবত এলে	২৪৬

বিপদ দূর করার জন্য বলতে হবে.....	২৪৭
মানসিক চাপে পড়লে.....	২৪৭
বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে.....	২৪৯
ডিপ্রেশন দূর করার দুআ.....	২৪৯
কোনো বিষয়ে বিচলিত হলে.....	২৫২
কিছু হারিয়ে গেলে যে দুআ পড়বে.....	২৫৩
শাসকের অনিষ্ট থেকে বাঁচার দুআ.....	২৫৩
আতঙ্ক বোধ করলে, ঘাবড়ে গেলে.....	২৫৫
একাকীত্বের ভীতি দূর করতে.....	২৫৬

ধার-দেনা বিষয়ক দুআ..... ২৫৮

ঋণদাতার জন্য দুআ.....	২৫৮
ঋণ পরিশোধ করার আমল.....	২৫৮

আদব ও ভদ্রতা ২৬৩

সালাম আদান-প্রদান.....	২৬৩
কোনো অমুসলিম সালাম দিলে.....	২৬৩
হাঁচির আদব ও দুআ.....	২৬৪
অমুসলিমের হাঁচির জবাব.....	২৬৫
কাপড় পরার সময় যে দুআ বলবে.....	২৬৫
নতুন কাপড় পরার সময়.....	২৬৬
কারও গায়ে নতুন কাপড় দেখলে.....	২৬৭
কাপড় খোলার সময় বলবে.....	২৬৮
ভবিষ্যতে কোনো কাজের ইচ্ছাপোষণ করলে.....	২৬৮
পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় কিছু সামনে এলে.....	২৬৯
নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের দুআ.....	২৭০

সুসংবাদ শুনলে যা পড়বে	২৭০
বিস্ময় প্রকাশের দুআ	২৭১
অসংযত জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে	২৭১
রাগ দমনের দুআ	২৭১
বাজারে গিয়ে যে দুআ পড়বে	২৭২

মজলিসের আদব ও যিকির ২৭৫

আল্লাহর যিকির ও দরুদ পড়া	২৭৫
বৈঠকের মাঝে দুআ করা	২৭৫
অনর্থক কথার ক্ষতিপূরণ	২৭৬
মজলিসে বসে ইস্তিগফার	২৭৭
বৈঠক থেকে ওঠার সময়	২৭৭

মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ২৮০

সবার সাথে নম্র আচরণ করা	২৮০
মুমিন সরল প্রকৃতির হয়	২৮০
মুচকি হাসি দেওয়াটাও সদাকা	২৮০
চরিত্রবান ও মার্জিত হওয়া	২৮০
চরিত্রবান হওয়ার দুআ	২৮১
হাদিয়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে	২৮২
দাতার জন্য দুআ করা	২৮২
কেউ কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দিলে	২৮২
কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে	২৮৩
কেউ উপকার করলে	২৮৪
কেউ নিজের সম্পদ পেশ করলে	২৮৫
কেউ যদি দুআ চায়	২৮৫

অনুগ্রহকারীকে কৃতজ্ঞতা জানানো	২৮৬
কুশল জানতে চাওয়া হলে	২৮৬
অপর মুসলিমের প্রশংসা করবে যেভাবে	২৮৬
কারো মুখে নিজের প্রশংসা শুনলে দুআ	২৮৭
আল্লাহর জন্য ভালোবাসা	২৮৭
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ফজিলত	২৮৮
কেউ মাগফিরাতের জন্য দুআ করলে.....	২৮৮
কোনো মুসলিমকে হাসতে দেখলে.....	২৮৯

দাম্পত্য জীবনের দুআ..... ২৯০

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে	২৯০
নেককার সঙ্গী পেতে চাইলে.....	২৯০
বিবাহের খুতবা.....	২৯১
বরের জন্য দুআ	২৯৩
নব-দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানানো.....	২৯৩
বাসর ঘরের দুআ	২৯৪
নববধুর জন্য স্বামী যে দুআ পড়বে	২৯৪
কাপড় খোলার দুআ	২৯৫
স্ত্রী-সহবাসের দুআ.....	২৯৫
সুসন্তানের জন্য দুআ করা.....	২৯৬
সন্তান প্রসব সহজ হওয়ার আমল	২৯৬
নবজাতক ভূমিষ্ট হওয়ার পর করণীয়	২৯৭
নবজাতকের জন্য অভিনন্দন	২৯৮
নবজাতককে তাহনিক করা	২৯৮
সন্তানের জন্য দুআ করা.....	২৯৯

শিশুদের নিরাপত্তার জন্য দুআ..... ৩০০

নজর লাগার আশঙ্কা হলে..... ৩০১

রোগব্যাদির শিফা ও ঝাড়ফুক..... ৩০২

প্রতিটি রোগের নিরাময় আছে..... ৩০২

অসুস্থ হলে গুনাহ মাফ হয়..... ৩০২

মহামারি ও দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচার দুআ..... ৩০২

অসুস্থ রোগী যা পড়বে..... ৩০৩

রোগীকে দেখতে যাওয়ার ফজিলত..... ৩০৪

অসুস্থ রোগীর জন্য দুআ..... ৩০৫

রোগীকে ঝাড়ফুক করার দুআ..... ৩০৭

ফোঁড়া বা জখম হলে যে দুআ পড়বে..... ৩১১

কোথাও ব্যথা অনুভূত হলে..... ৩১২

সাধারণ জ্বর হলে করণীয়..... ৩১৪

আগুনে পুড়ে গেলে এ দুআ করবে..... ৩১৫

চোখ উঠলে যে দুআ পড়বে..... ৩১৫

পা বিনবিন করলে..... ৩১৬

হিজামার সময় এ দুআ পড়বে..... ৩১৬

ঝাড়ফুকের ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা..... ৩১৬

বিচ্ছু দংশন করলে..... ৩১৭

উন্মাদ রোগীকে ঝাড়ফুক করা..... ৩১৭

উন্মাদের চিকিৎসায় সূরা ফাতিহা..... ৩২৫

সাইকোলজিক্যাল সমস্যায়..... ৩২৫

জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা..... ৩২৬

মধুর উপকারিতা..... ৩৩২

পেটের পীড়ায় মধু.....	৩৩২
কালোজিরা এক মহৌষধ	৩৩৩
জন্মজন্মের পানি খেলে ইচ্ছাপূরণ হয়	৩৩৪
বৃষ্টির পানি গায়ে মাখা	৩৩৪
চন্দন কাঠের উপকারিতা	৩৩৪
জয়তুন দিয়ে চিকিৎসা	৩৩৫
ঔষদ হিসেবে মেহেদী.....	৩৩৫
হিজামার উপকারিতা	৩৩৫

পানাহার-সংক্রান্ত দুআ ৩৩৭

খাবার সামনে এলে পড়বে	৩৩৭
খাওয়ার শুরুতে দুআ	৩৩৮
পানীয় পান করার সময়	৩৩৮
জন্মজন্মের পানি পান করার আদব	৩৩৯
খাওয়ার শুরুতে দুআ পড়তে ভুলে গেলে	৩৪০
সংক্রামক রোগীর সাথে খেতে বসে দুআ করা	৩৪০
ইফতারের সময় যে দুআ পড়বে.....	৩৪০
খাবার উপস্থিতকারীর জন্য দুআ করা.....	৩৪১
খাবার শেষ হলে দুআ করা	৩৪২
দস্তরখানা তুলে নেওয়ার পর	৩৪৪
মেজবানের জন্য মেহমানের দুআ করা	৩৪৫
কেউ পানীয় প্রদান করলে.....	৩৪৬

বিশাল নেকির ভান্ডার ৩৪৮

এক হাজার গুনাহ মাফের আমল	৩৪৮
দশ লক্ষ নেকির দুআ	৩৪৮

একটি দুআ, অসংখ্য ফজিলত	৩৪৯
সমস্ত যিকিরের চেয়ে উত্তম যিকির	৩৫০
সর্বোত্তম দুআ ও যিকির	৩৫১
সবার চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার দুআ.....	৩৫২
প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার ফজিলত.....	৩৫৩
যে দুআ পড়লে ফেরেশতারা পাহাড়া দেবে.....	৩৫৩
কিয়ামতের দিন যে দুআ কাজে আসবে.....	৩৫৪
ফেরেশতারা সওয়াব লেখার প্রতিযোগিতা করে	৩৫৪
সব ধরনের মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার দুআ.....	৩৫৫
যে ছোট দুআটিই যথেষ্ট	৩৫৬
জান্নাতের যে-কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করার দুআ	৩৫৬
বিশাল ফজিলতপূর্ণ কিছু ওজিফা	৩৫৬
সকল সঙ্গীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে	৩৫৯
নবিজির সমস্ত দুআর সারনির্যাস	৩৫৯

গোনাহ থেকে মুক্তির উপায়..... ৩৬১

গোনাহ হয়ে গেলে করণীয়.....	৩৬১
ভয়ঙ্কর গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার দুআ	৩৬২
সাগরের ফেনা পরিমাণ গুনাহ থেকে মুক্তির দুআ	৩৬৩
সকল গুনাহ থেকে মাফ চাওয়া.....	৩৬৩
আশা না হারিয়ে ক্ষমা চাইতে থাকা.....	৩৬৪
আল্লাহর দরবারে রোনাজারি.....	৩৬৫
গুনাহ মাক্ফের পাঁচটি বাক্য	৩৬৬
ফেরেশতা জিবরীলের শেখানো দুআ	৩৬৭
কিছু গুনাহ মাক্ফের দুআ	৩৬৭

গুনাহ থেকে বাঁচার দুআ	৩৬৯
প্রতিনিয়ত ইস্তিগফার করা	৩৭০
সাইয়িদুল ইস্তিগফার.....	৩৭১
মজলিসে বসে ইস্তিগফার.....	৩৭২
ওজুর শেষে ইস্তিগফার	৩৭৩
ইফতারের সময় ইস্তিগফার.....	৩৭৪
লাইলাতুল কদরে ইস্তিগফার.....	৩৭৪
অসুস্থ অবস্থায় ইস্তিগফার	৩৭৪
মৃত্যুশয্যায় ইস্তিগফার.....	৩৭৫
মুমিন নর-নারীর জন্য ইস্তিগফার.....	৩৭৫
তাওবা কবুলের মিনতি	৩৭৬
কুরআনে বর্ণিত তাওবা কিছু ও ইস্তিগফার	৩৭৮

বিভিন্ন মৌসুমের আমল..... ৩৮২

গ্রীষ্মের প্রখরতায় যে দুআ পড়বে	৩৮২
কনকনে ঠান্ডার দিনে	৩৮২
অনাবৃষ্টিতে দুআ	৩৮৩
আকাশে মেঘ জমলে.....	৩৮৪
ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হলে	৩৮৫
প্রলয়ঙ্কারী ঝড়-তুফানের সময়.....	৩৮৬
বজ্রপাতের আওয়াজ শুনলে	৩৮৭
অতিবৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা হলে.....	৩৮৮
বৃষ্টি থামলে যা পড়তে হয়	৩৮৯
সূর্যগ্রহণের সময় করণীয়.....	৩৯০
মৌসুমের প্রথম ফল সামনে এলে.....	৩৯০

তারকা খসে পড়তে দেখলে	৩৯১
চাঁদের পানে তাকিয়ে	৩৯১
নতুন চাঁদ দেখে যে দুআ পড়বে	৩৯১
চারটি সন্মানিত মাস	৩৯৩
মুহা়ররম মাসের ফজিলত	৩৯৪
আশুরার দিন	৩৯৪
শাবান মাসে করণীয়	৩৯৫
মধ্য শাবানের ফজিলত	৩৯৫
রমজান মাসের আমল	৩৯৫
জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুআ	৩৯৭
তারাবী ও তাহাজ্জুদ আদায়	৩৯৭
রমজানের শেষ দশক	৩৯৭
লাইলাতুল কদর	৩৯৮
রমজানে দানশীলতা এবং তিলাওয়াত	৩৯৯
শাওয়াল মাসের রোজা	৩৯৯
যিলহজের প্রথম দশকের ফজিলত	৩৯৯
এই দশকের আমল	৪০০
আরাফার দিন	৪০১
কুরবানির দিন	৪০১
মুসলমানদের ঈদের দিন	৪০২
সোম এবং বৃহস্পতিবারের আমল	৪০২
জীবনের পড়ন্তবেলায়	৪০২

মৃত্যু এবং তার পরবর্তী অবস্থার দুআ ৪০৫

মৃত্যু কামনা না করা

৪০৫

মৃত্যুশয্যায় যে দুআ পড়বে.....	৪০৬
মুম্বুর্ষু ব্যক্তির কাছে যে দুআ পড়বে.....	৪০৬
মুম্বুর্ষু ব্যক্তি যে দুআ পড়বে	৪০৭
মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দিয়ে যে দুআ পড়বে.....	৪০৭
মৃত ব্যক্তির কাছে বসে যে দুআ পড়বে	৪০৮
কারও মৃত্যুর সংবাদ শুনে যে দুআ পড়বে.....	৪০৮
ইসলামের শত্রুর মৃত্যুসংবাদ শুনে বলবে	৪০৮
মৃত ব্যক্তির স্বজনরা কী করবে	৪০৯
কাছের কেউ মারা গেলে ধৈর্যধারণ করা.....	৪০৯
মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সমবেদনা জানানো	৪১০
সাম্বুনা জানিয়ে নবিজি যা বলেছেন.....	৪১১
মৃত ব্যক্তির ভালো দিক উল্লেখ করা.....	৪১৩
প্রয়াত মানুষকে গালমন্দ না করা	৪১৩
জানাযায় অংশ নেওয়ার ফজিলত.....	৪১৩
জানাযা নামাজের নিয়ম	৪১৪
জানাযার নামাজের দুআ.....	৪১৪
নাবালেগের জানাযায় কী পড়বে	৪১৮
মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময়.....	৪২০
দাফনের পরে ব্যক্তিগতভাবে দুআ করা	৪২১
কবর যিয়ারতের দুআ.....	৪২২

শয়তান থেকে বাঁচার উপায়..... ৪২৫

প্রতিটি মানুষের পেছনেই শয়তান লেগে থাকে	৪২৫
শয়তান থেকে বেঁচে থাকা.....	৪২৫
আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইব যেভাবে.....	৪২৬

হাদীসে বর্ণিত দুআ	৪২৭
নাপাক জায়গায় প্রবেশের আগে দুআ পড়া	৪২৭
বাইরে বের হবার আগে সতর্কতা	৪২৮
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়	৪২৮
সফরকালে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার উপায়	৪২৯
শয়তান তাড়ানোর একটি বিশেষ ওজিফা	৪২৯
শয়তানের দোসরদের থেকে বাঁচার দুআ	৪৩০
শোয়ার সময় শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া	৪৩১
ঘুমের সময় শয়তান ভয় দেখালে করণীয়	৪৩২
সংশয় দেখা দিলে	৪৩২
গাধা এবং কুকুরের ডাক শুনলে	৪৩৩
ফজরের নামাজ মিস না করা	৪৩৩
সকালে এই দুআ পড়া	৪৩৩
শয়তানকে মাছির মতো ছোট বানানোর আমল	৪৩৪
ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর উপায়	৪৩৫
আয়াতুল কুরসি পাঠ করা	৪৩৫

কারিয়ার বিষয়ক দুআ ৪৩৬

নিজের ইনকামে তুষ্ট থাকা	৪৩৬
সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হওয়ার দুআ	৪৩৬
আল্লাহর কাছে জীবনোপকরণ চাওয়া	৪৩৮
শেষ বয়সে রিষিকের পেরেশানি থেকে মুক্তি	৪৩৮
ইনকামে বরকত হওয়ার দুআ	৪৩৮
অভাবমুক্ত জীবন কামনা করা	৪৩৯
সফল হওয়ার দুআ	৪৩৯

নির্মল জীবনের দুআ	৪৪১
দৃঢ়পদ ও সত্যবাদী হওয়ার দুআ	৪৪২
কাজের অনিষ্ট থেকে পানাহ	৪৪২
খারাপ প্রতিবেশী বা কলিগ থেকে বাঁচার দুআ	৪৪৩
কর্মক্ষেত্রের সকল অনিষ্ট থেকে বাঁচার দুআ	৪৪৩
সবক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হওয়ার আমল	৪৪৪
ফার্ম বা কৃষিজমিতে বরকত পাওয়ার দুআ	৪৪৪
অবাধ্য বাহন বা পশুকে বাধ্য করার দুআ	৪৪৪
মন্দ স্বভাব থেকে মুক্তি কামনা করা	৪৪৫
অলসতা, অক্ষমতা, কাপুরুষতা ও কুপণতা থেকে বাঁচার দুআ	৪৪৫
দুর্বলতাকে শক্তিতে পরিণত করা	৪৪৭
ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও খিয়ানত থেকে আশ্রয়	৪৪৭
নিয়ামত বহাল রাখার দুআ	৪৪৮

হাদীসে বর্ণিত জীবনঘনিষ্ঠ দুআ ৪৪৯

নিয়মিত পড়ার দুআ	৪৪৯
যে দুআ নবিজি সবচেয়ে বেশি করতেন	৪৫১
দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার দুআ	৪৫২
সংশয়বাদী হওয়া থেকে বাঁচার উপায়	৪৫৪
শিরক থেকে মুক্ত থাকার আমল	৪৫৫
কোনো বিষয়কে শুভ বা অশুভ মনে করা	৪৫৬
অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে ফেললে তার কাফফারা	৪৫৬
গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে ফেললে করণীয়	৪৫৭
মোরগ, গাধা এবং কুকুরের ডাক শুনলে	৪৫৭
খারাপ বিষয় থেকে পানাহ	৪৫৭

শত্রুর বিরুদ্ধে দুআ	৪৬১
শোকরগুজার ও খৈর্যশীল হওয়ার আমল	৪৬২
উপকারী জিনিস প্রার্থনা করা	৪৬৩
ঈমান ও ইয়াকিন মজবুত করার দুআ	৪৬৪
জুলুম-অত্যাচার থেকে বাঁচার দুআ	৪৬৫
হিদায়াতের দুআ.....	৪৬৬
বিভিন্ন ফিতনা থেকে বাঁচার দুআ	৪৭০
কুফরি থেকে বাঁচার দুআ	৪৭২
আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাইলে	৪৭৩
আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাওয়া	৪৭৫
শত্রুর বিরুদ্ধে দুআ	৪৭৬
শহীদি মৃত্যুর দুআ.....	৪৭৬
কবরের আযাব ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দুআ	৪৭৭
জান্নাতে প্রবেশ করার দুআ	৪৭৮
জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর চাওয়া	৪৭৯

বিভিন্ন সূরার ফজিলত

কুরআন পাঠের ফজিলত	৪৮২
সূরা ফাতিহার ফজিলত.....	৪৮২
সূরা বাকারাহ এবং সূরা আলি ইমরান	৪৮৩
সূরা কাহফ	৪৮৩
সূরা ফাতহ এর ফজিলত	৪৮৪
সূরা ইয়াসীন.....	৪৮৫
সূরা ওয়াকিয়া	৪৮৫
সূরা মুলক	৪৮৫

সূরা সাজদা.....	৪৮৬
সূরা ইখলাস.....	৪৮৬
সূরা ফালাক এবং সূরা নাস	৪৮৭
তিন কুল.....	৪৮৮

বিভিন্ন সূরা এবং আয়াতের জবাব ৪৮৯

রহমত ও আযাবের আয়াত এলে.....	৪৮৯
সূরা রাহমান.....	৪৮৯
সূরা কিয়ামাহ.....	৪৮৯
সূরা মুরসালাত	৪৯০
সূরা আলা	৪৯০
সূরা তীন.....	৪৯০

আল্লাহ তাআলার পবিত্র নামসমূহ ৪৯২

আল্লাহকে সুন্দর নামে ডাকা	৪৯২
তাঁর নামের ওসিলা দিয়ে দুআ করা.....	৪৯২
দুআর শুরুতে আল্লাহর নাম ধরে প্রশংসা.....	৪৯৩
যেসব শব্দ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করা যায়.....	৪৯৫
হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার নামসমূহ	৪৯৬

নবিজির ওপর দরুদ ও সালাম ৫০৩

মহান আল্লাহর নির্দেশ.....	৫০৩
দরুদ পাঠের ফজিলত.....	৫০৩
আযানের পর দরুদ পাঠ	৫০৪
কতটুকু সময় দরুদের জন্য বরাদ্দ থাকবে	৫০৪
আমলের দিক থেকে যে ব্যক্তি কৃপণ	৫০৫

আমাদের দরুদ নবিজির কাছে পৌঁছে যাবে	৫০৫
দুআ কবুলের মাধ্যম	৫০৫
নবিজির শাফায়াত পাওয়ার উপায়	৫০৬
দরুদ পাঠ না করলে দুআ বুলন্ত অবস্থায় থাকে.....	৫০৬
জান্নাতের পথ ভুলে গেল কে	৫০৭
মাসনুন দরুদ শরিফ.....	৫০৭

কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ..... ৫১২

মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা	৫১২
দৃঢ় আস্থা নিয়ে দুআ করা	৫১৪
আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল	৫১৪
আখিরাত-সংক্রান্ত দুআ	৫১৫
ঈমান ও হিদায়াত প্রার্থনা	৫১৮
পরিবার-সংক্রান্ত	৫২৬
আশ্রয় প্রার্থনা.....	৫২৯
সবর-সংক্রান্ত	৫৩২
ইলম-সংক্রান্ত	৫৩৩
৪০ রব্বানা দুআ.....	৫৩৩
শিফা-সংক্রান্ত	৫৪৪
সাকিনা (প্রশান্তি)-সংক্রান্ত	৫৪৬
বিবিধ	৫৪৯

দুআ ও যিকিরের পরিচয়

দুআ শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা, প্রার্থনা করা এবং মিনতি জানানো। পরিভাষায় দুআ অর্থ আল্লাহর সমীপে বান্দার কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা জানানো। দুআর আরেক অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, প্রশংসা করা ইত্যাদি।

যিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। মনে মনে, মুখে মুখে, অন্তর দিয়ে, কর্ম ও চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিকির বলা হয়।

দুআ কেন করব

আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আর আমরা সবাই তাঁর অনুগত গোলাম। আমাদের শক্তি, বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, চিন্তার দক্ষতা খুবই সীমিত। তাই তো পদে পদে আমরা অসীম শক্তির অধিকারী আল্লাহ তাআলার কুদরতের মুখাপেক্ষী। তাঁর সাহায্য ও দয়া ছাড়া ইহকাল ও পরকালে সফল হওয়া সম্ভব না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে তখন (আপনি বলে দিন) আমি তো কাছেই আছি। দুআকারীর দুআ আমি কবুল করি, যখন আমার কাছে দুআ করে। অতএব তারাও যেন আমার হুকুম মানে এবং আমার প্রতি ঈমান রাখে,

যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।^[৩]

আমরা ডাকলেই তিনি সাড়া দেবেন। আমরা চাইলেই তিনি দিয়ে দেবেন। তাই বান্দা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করা। তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। সর্বাবস্থায় তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া। তবেই আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াব হতে পারব।

দুআর গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখন কয়েকটি হাদিস দেখার চেষ্টা করব।

দুআই ইবাদত

[১] নুমান ইবনু বাশীর রাঃ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, ‘দুআই প্রকৃত ইবাদত।’^[৪]

অনাগত বিপদ থেকে বাঁচা যায়

[২] আয়িশা রাঃ বলেন, নবি ﷺ বলেছেন, ‘তাকদিরে যা লেখা আছে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এসে গেছে এবং আসেনি এমন বিপদের ক্ষেত্রে দুআ কাজে আসে।’^[৫]

না চাইলে আল্লাহ রাগান্বিত হন

[৩] আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে যে চায় না, তার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হন।’^[৬]

কেউ ফেরে না খালি হাতে

[৪] সালমান রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের প্রতিপালক তো লজ্জাশীল মহান দাতা। কোনো বান্দা হাত তুলে দুআ করলে তার হাত

[৩] সূরা বাকারা, ২ : ১৮৬

[৪] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা, হাদিস নং : ২৯১৬৭; সুনানু আবী দাউদ, হাদিস নং : ১৪৭৯, সহীহ

[৫] আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদিস নং : ১৮১৩, সহীহ

[৬] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৩৭৩, হাসান

শূন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।^[৭]

ছোট-বড় সব প্রয়োজন আল্লাহর কাছে বলা

[৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তার সকল প্রয়োজনের ব্যাপারে প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে সময়ও যেন তাঁর কাছেই চায়।^[৮]

[৬] আযিশা رضي الله عنها বলেন, তোমরা সবকিছুই আল্লাহর কাছে চাইবে। এমনকি জুতার ফিতা (ছিঁড়ে গেলে)ও আল্লাহর কাছে চাইবে। কারণ আল্লাহ ব্যবস্থা না করলে জুতার ফিতাও মিলবে না।^[৯]

কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া

[৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে মানুষের কাছে বলে বেড়ায়, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যদি অভাব-অনটনে পড়ে তা আল্লাহর নিকট পেশ করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাকে অতি দ্রুত অথবা বিলম্বে রিযিক প্রদান করেন।^[১০]

যিকিরের গুরুত্ব ও ফজিলত

[৮] আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ

[৭] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং : ১৪৮৮, সহীহ

[৮] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৩৯৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৩/১৪৮; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৫০; সহীহ

[৯] আবু ইয়াল্লা মাওলিসী, আল-মুসনাদ, হাদীস নং : ৪৫৬০; মাজমাউয যাওয়াইদ; হাদীস নং : ১০/১৫০; সহীহ

[১০] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ২৩২৬; আলবানি, সিলসিলা সহীহাহ : ২৭৮৭; সহীহ

করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও; নাফরমান হয়ো না।^[১১]

[৯] আবু মূসা  থেকে বর্ণিত, নবি  বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি রবের যিকির করে আর যে ব্যক্তি রবের যিকির করে না, তাদের দুজনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত এবং মৃতের মতো।’^[১২]

[১০] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ  বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন, ‘আল্লাহর যিকিরকারী এমন ব্যক্তির মতো, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়নকারীদের মাঝে যে ব্যক্তি অবিচল থাকে।’^[১৩]

[১১] আবু হুরায়রা  থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ  একবার মক্কার রাস্তা দিয়ে সফর করতে করতে জুমদান নামক একটি পাহাড়ের নিকটে গেলেন। তখন তিনি বললেন, ‘চলো। এটা হচ্ছে জুমদান (পর্বত)। মুফাররিদরা আগে বেড়ে গেছে।’ লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুফাররিদ কারা? তিনি বললেন, ‘বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ এবং নারী।’^[১৪]

[১২] আবদুল্লাহ ইবনু বুসর  থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামের বিধি-বিধান তো আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। কাজেই, আমি দৃঢ়ভাবে পালন করতে পারব, এমন কিছু বিষয় বলে দিন।’ তিনি বললেন, ‘তোমার মুখ যেন সবসময় আল্লাহর যিকিরে আর্দ্র (সজীব) থাকে।’^[১৫]

[১১] সূরা বাকারা, ২ : ১৫২

[১২] সহীহুল বুখারি, হাদীস নং : ৬৪০৭, সহীহ

[১৩] আল মুজাম্মুল কাবীর, হাদীস নং : ৯৭৯৭। আল মুজাম্মুল আওসাত, হাদীস নং ২৭১, হাইছামি -এর মতে এর বর্ণনাকারীগণ আস্থাভাজন।

[১৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৭৬, সহীহ

[১৫] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৭৯৩, সহীহ

দুআ কবুলের সময়

লাইলাতুল কদর

এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে সূরা কদর অবতীর্ণ হয়েছে। একটি রাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ একটি সূরা নাযিল হওয়াই সেটার মর্যাদার প্রমাণ।

[৪৯] আয়িশা রাঃ বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন রাতটি লাইলাতুল কদর এটা জানতে পারলে তবে সে রাতে আমি কী দুআ করব? তিনি বললেন, তুমি বলবে :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّيْ

হে আল্লাহ! আপনি তো ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতেই আপনি পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।^[৬৬]

রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম হলে

[৫০] আবু হুরায়রা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, ‘রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম হওয়ার পর থেকে ভোর অবধি নিকটবর্তী আসমানের প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ মনযোগী থাকেন। এক ঘোষক তখন বলতে থাকে, আছে কি কোনো প্রার্থনাকারী, যাকে দেওয়া হবে। কোনো দুআকারী আছে কি, যার দুআ কবুল করা হবে। আছে কি আরোগ্য কামনাকারী কোনো রোগী, তাকে সুস্থতা দেওয়া হবে। কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।’^[৬৭]

শেষরাতের দুআ

[৬৬] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৩৫১৩; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং : ৩৮৫০, সহীহ

[৬৭] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৯৬৭, সহীহ

[৫১] আমার ইবনু আবাসা ﷺ বর্ণনা করেন, নবি ﷺ-কে বলতে তিনি শুনেছেন, ‘শেষ রাতে আল্লাহ তাআলার (বিশেষ রহমত) বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়ে থাকে। অতএব এ সময় যারা আল্লাহকে স্মরণ করে, সম্ভব হলে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাও।’^[৬৮]

প্রতি রাতের কোনো এক সময়

[৫২] জাবির ﷺ বলেন, আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ‘রাতে এমন একটি সময় আছে, কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি সেসময় আল্লাহর কাছে দুনিয়া-আখিরাতের কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সেটা প্রদান করবেন। আর এ সময়টা প্রতি রাতেই আসে।’^[৬৯]

রাতে জেগে নির্দিষ্ট দুআ পড়ার পর

[৫৩] উবাদা ইবনু সামিত ﷺ বলেছেন, নবি ﷺ বলেন, ‘রাতে জেগে যে ব্যক্তি এ দুআ পড়ে :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁর, সব প্রশংসাও তাঁর। তিনিই সবকিছুর ওপরে ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ চিরপবিত্র, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহর তাওফিক ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

তারপর বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন বা (অন্য কোনো) দুআ করে। ওই সময়ে তার দুআ কবুল করা হয়। এরপর ওজু করে নামাজ

[৬৮] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৩৫৭৯, হাসান

[৬৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৫৭, সহীহ

আদায় করলে তার নামাজ কবুল করা হয়।^[৭০]

জুমুআর দিন কোনো এক সময়

[৫৪] আবু হুরায়রা রা থেকে বর্ণিত, জুমুআর দিনের আলোচনা প্রসঙ্গে নবি সা বলেছেন, ‘তাতে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে। কোনো মুসলিম বান্দা তখন যদি নামাজরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু চায়, তিনি অবশ্যই সেটা প্রদান করবেন।’ এ কথা বলার সময় নবি সা হাত দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েছেন যে, সময়টা খুবই অল্প।^[৭১]

অধিকাংশ সাহাবির মতে সেটি হচ্ছে আসরের পরবর্তী সময়।^[৭২] আর ‘নামাজরত অবস্থায়’ বলে উদ্দেশ্য হলো নামাজের জন্য অপেক্ষারত অবস্থা। কারণ অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, নামাজের জন্য অপেক্ষা করা নামাজের অন্তর্ভুক্ত।^[৭৩]

আরাফার দিন

[৫৫] আমরা ইবনু শুআইবের বাবার দাদা থেকে বর্ণিত, নবি সা বলেছেন, ‘সর্বোত্তম দুআ হচ্ছে আরাফার দিনের দুআ। আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবিগণ যা বলেছেন তা-ই সবচেয়ে কল্যাণকর। (তা হলো),

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই।
সার্বভৌমত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ
ক্ষমতাবান।^[৭৪]

[৭০] সহীছুল বুখারি, হাদীস নং : ১১৫৪, সহীহ

[৭১] সহীছুল বুখারি, হাদীস নং : ৯৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮৫২, সহীহ

[৭২] আল আযকার লিন নববি, পৃষ্ঠা নং : ১৯০

[৭৩] মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস নং : ৩০১০, মাওকুফ সহীহ

[৭৪] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৩৫৮৫, হাসান

দুআ কবুলের স্থান

মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে হাসান বসরি رحمته বলেছিলেন, ‘১৫টি স্থানে দুআ কবুল হয়ে থাকে—তাওয়াফের স্থানে, মুলতায়ামের কাছে, মীযাবের নিচে, কাবাঘরে, জমজমের পাড়ে, সাফা-মারওয়ায়, সায়ির স্থানে, মাকামে ইবরাহীমের পেছনে, আরাফার ময়দানে, মুযদালিফাতে, মিনায় এবং জামরায়।’^[৯৪]

কাবার অভ্যন্তরে

[৭৪] মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উসামা ইবনু যায়িদ رضي الله عنه কাবাঘরে প্রবেশ করেন। কাবার প্রতিটি স্তম্ভের কাছে গিয়ে তিনি তাকবির, তাহলিল এবং তাসবিহ পড়েন। এরপর দুআ এবং ইস্তিগফার পাঠ করেন।^[৯৫]

সাফা এবং মারওয়াতে

[৭৫] জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তাওয়াফের পর নবি ﷺ সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। সেটার এত ওপরে তিনি আরোহণ করলেন যে, ওখান থেকে বাইতুল্লাহ নজরে পড়ল। তখন কিবলামুখী হয়ে তিনি বললেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ
وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الْأَحْرَابَ وَحْدَهُ

‘আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। তিনি সবকিছুর

[৯৪] আল হিসনুল হাসীন, পৃষ্ঠা : ৭৬

[৯৫] সুনানুন নাসায়ি, হাদীস নং : ২৯১৪, সহীহ

ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। নিজের প্রতিশ্রুতি তিনি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুবাহিনীকে একাই পরাস্ত করেছেন।’

তিনি এ দুআ তিনবার পড়লেন। তারপর অগ্রসর হলেন মারওয়া পাহাড়ের দিকে। সমতল ভূমিতে নেমে উপত্যকার অংশটুকু তিনি দৌড়ে অতিক্রম করলেন। তারপর হেঁটে উঠলেন মারওয়া পাহাড়ে। সাফা পাহাড়ে তিনি যা যা করেছিলেন এখানেও তাই করলেন।^[৯৬]

মাকামে ইবরাহীমে

[৭৬] জাবির রাঃ বলেন, রাসূল সঃ তাওয়াফের পরে মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর এবং বাইতুল্লাহর মাঝে রেখে নামাজ আদায় করলেন।^[৯৭]

মাশআরুল হারামের কাছে

[৭৭] জাবির রাঃ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ উটে সওয়ার হয়ে (মুযদালিফার নিকটবর্তী) মাশআরুল হারাম নামক স্থানে এলেন। এখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, আল্লাহ্ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লেন এবং আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন।^[৯৮]

কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানে

[৭৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাঃ প্রথমে নিকটবর্তী জামরাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে তাকবির বলতেন। তারপর সামনে গিয়ে সমতল ভূমিতে নেমে কিবলামুখী অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দুআ করতেন। তারপর কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন মধ্যবর্তী জামরাতে। এরপর একটু বাঁ দিকে সমতল ভূমিতে নেমে কিবলামুখী অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দু’হাত উঠিয়ে দুআ করতেন। এরপর উপত্যকার নিচে জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারতেন। তিনি বলতেন,

[৯৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১২১৮, সহীহ

[৯৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১২১৮, সহীহ

[৯৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১২১৮, সহীহ

নামাজের যিকির-আযকার

মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময়

[১০৩] আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, ‘ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেউ যখন এ দুআ পড়ে :

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, আল্লাহর ওপর ভরসা করি, আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

তখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাকে বলা হয়, তুমি হিদায়াত পেয়েছো, বিপদাপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এই দুআ তোমার জন্য যথেষ্ট। শয়তান তখন তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। শয়তান সেসময় অন্য শয়তানকে বলে, যে হিদায়াত পেয়েছে, এই দুআ যার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে এবং বিপদ-আপদ থেকে যাকে রক্ষা করা হয়েছে, তার নাগাল তুমি কিভাবে পাবে?’^[১০৩]

মসজিদে যাওয়ার সময়

[১০৪] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন, মুআজযিন আযান দিলে নবি ﷺ নামাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন তিনি বলছিলেন,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي

نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ
تَحْتِي نُورًا، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُورًا، وَمِنْ تَحْتِيْ نُورًا، وَعَنْ
يَمِيْنِيْ نُورًا، وَعَنْ شِمَالِيْ نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا،
وَمِنْ خَلْفِيْ نُورًا، وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُورًا، وَاعْظِمْ لِيْ نُورًا

‘হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দান করুন, আমার কানে নূর দান করুন, আমার চোখে নূর প্রদান করুন, আমার পেছনে নূর দান করুন, আমার সামনে নূর দান করুন, আমার ওপরে নূর দান করুন, আমার নিচে নূর দান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দিয়ে দিন। আমার নিচে নূর দান করুন, নূর দান করুন আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে নূর দান করুন, আমার সামনে থেকে নূর দান করুন, আমার অন্তরে নূর দান করুন এবং আমাকে নূর দিয়ে ভরপুর করে দিন।’^[১২৭]

মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার আদব

[১০৫] মসজিদে প্রবেশের সুন্নত পাঁচটি।

⇒ বিসমিল্লাহ পড়া,

⇒ দরুদ শরিফ পড়া,

⇒ দুআ পড়া। এ তিনটি একসাথে পড়া যায় এভাবে :

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ
اِفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরুদ এবং সালাম (বর্ষিত হোক) আল্লাহর রাসূলের ওপর। হে আল্লাহ! আপনার রহমতের

দরজাগুলো আমার জন্য খুলে দিন।

- ⇒ ডান পা আগে দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা এবং
- ⇒ মসজিদে প্রবেশের সময় ইতিকারের নিয়ত করা।

[১০৬] মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নত চারটি।

- ⇒ বিসমিল্লাহ পড়া,
- ⇒ দরুদ শরিফ পড়া,
- ⇒ দুআ পড়া। এ তিনটি একসাথে পড়া যায় এভাবে :

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), দরুদ এবং শান্তি (বর্ষিত হোক)
আল্লাহর রাসুলের ওপর, হে আল্লাহ! আপনার কাছে আপনার
অনুগ্রহ আমি প্রার্থনা করছি।

- ⇒ মসজিদের বাইরে বাম পা আগে রাখা।

[১০৭] আবু হুমাইদ رضي الله عنه অথবা আবু উসাইদ رضي الله عنه বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তোমরা মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে নবির ওপর দরুদ পড়বে, তারপর এই দুআ পড়বে :

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،

হে আল্লাহ! আপনার রহমতের দরজাগুলো আমার জন্য খুলে
দিন।

আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পড়বে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

[২৩৭] একবার সালমান রাঃ-কে ডেকে নবি সঃ বললেন, ‘আল্লাহর নবি চাচ্ছেন দয়াময় আল্লাহর তরফ থেকে কয়েকটি বাক্য উপহার হিসেবে তোমাকে শিখিয়ে দেবেন। আর সেসবের প্রতি তুমি আগ্রহও বোধ করবে। আবার দিনে-রাতে সেসবের মাধ্যমে তুমি দুআও করবে। (সেগুলো হচ্ছে :)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ صِحَّةً فِىْ اِيْمَانٍ، وَاِيْمَانًا فِىْ حُسْنِ
خُلُقِىْ، وَنَجَاةً يَّتَبَعُهَا فَلَاحٌ، وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً،
وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا

হে আল্লাহ! আপনার কাছে ঈমানের সাথে সুস্থতা, সুন্দর চরিত্রের সাথে ঈমান, (দুনিয়াবি) সফলতার পরে (পরকালীন) সাফল্য, আপনার পক্ষ হতে অনুগ্রহ, করুণা, মাগফিরাত আর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি।^[২৩৭]

দিনের প্রথমাংশে নামাজ পড়া

[২৩৮] আবুদ দারদা এবং আবু যার রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকাত (নফল) আদায় করে নাও, দিনের শেষ পর্যন্ত আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।’^[২৩৮]

বিভিন্ন সময়ের ওজিফা

[২৩৯] আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবি সঃ বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি

[২৩৭] আল মুজামুল আওসাত, হাদীস নং : ৯৩৩৩, হাসান

[২৩৮] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৪৭৫, সহীহ

দিনের বেলা একশ বার এ দুআটি পড়লে, দশটি গোলাম আজাদ করার সমপরিমাণ নেকি পাবে। এ ছাড়া তার জন্য লেখা হবে একশটি সওয়াব, মিটিয়ে দেওয়া হবে একশটি গুনাহ। সেদিন (সকাল থেকে) সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের কবল থেকে সে নিরাপদ থাকবে। কোনো লোক তার চাইতে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে সক্ষম হবে না। যে ব্যক্তি আমলটি তার চেয়েও অধিক পরিমাণে করবে, সে ছাড়া আর কেউ তার থেকে উত্তম সওয়াবের কাজ করতে পারবে না। (দুআটি হলো :)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই। সবকিছুর ওপর তিনি
পূর্ণ ক্ষমতাবান।^[২৪০]

[২৪০] এই দুআটির ফজিলত সম্পর্কে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন দুইশবার এই দুআ পড়লে তাকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, কেউ তাকে ধরতেও পারবে না। তবে হ্যাঁ, তার থেকেও ভালো কাজ যে করবে, তার কথা ভিন্ন।^[২৪০]

[২৪১] সাদ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমরা বসা ছিলাম। তিনি বললেন, ‘তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকি অর্জন করতে পারবে?’ তখন উপস্থিত একজন প্রশ্ন করল, আমরা কিভাবে এক হাজার নেকি অর্জন করতে পারব? তিনি বললেন, ‘একশবার সুবহানাল্লাহ (سُبْحَانَ اللَّهِ) পাঠ করলে তার জন্য এক হাজার নেকি লেখা হয় এবং এক হাজার গুনাহ তার থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়।’^[২৪১]

[২৪২] আবু মালিক আশআরি রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘পবিত্রতা হলো ঈমানের অর্ধেক অংশ। الْحَمْدُ لِلَّهِ

[২৬৯] সহীছুল বুখারি, হাদীস নং : ৩২৯৩ ও ৬৪০৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৯১, সহীহ

[২৭০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৬৭৪০ ও ৭০০৫, হাসান

[২৭১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৯৮, সহীহ

পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেবে **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ** আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে (সওয়াব দ্বারা) পরিপূর্ণ করে দেবে’^[২৭২]

[২৪৩] আনাস رضي الله عنه বলেছেন, আল্লাহর নবি ﷺ একবার একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গাছটির পাতা ছিল শুষ্ক। তিনি লাঠি দিয়ে গাছটিতে আঘাত করলে পাতাগুলো ঝরে পড়তে লাগল। তখন তিনি বললেন, **اللَّهُ أَكْبَرُ** ও **الْحَمْدُ لِلَّهِ**, **سُبْحَانَ اللَّهِ**, **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (পাঠ করা) বান্দার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেয়, যেভাবে এই গাছটির পাতাগুলো ঝরে পড়ছে।^[২৭৩]

[২৪৪] আবুদ দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে না?’ সাহাবিরা বললেন, এটা কী করে সম্ভব? নবি ﷺ বললেন, ‘সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।’^[২৭৪]

সূরা ইখলাস নিচে দেওয়া হলো :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝
لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

[২৪৫] আবু মাসউদ বদরি رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি রাতের বেলা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এটাই যথেষ্ট হবে।’^[২৭৫]

সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত হলো :

أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا

[২৭২] সহীহ মুসলিম হাদিস নং : ৪২২

[২৭৩] সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং : ৩৫৩৩; তা’লীকুর রাগীব, হাদিস নং : ২/২৪৯; হাসান

[২৭৪] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৮১১; সহীহুল বুখারি, হাদিস নং : ৮১১, সহীহ

[২৭৫] সহীহুল বুখারি, হাদিস নং : ৪০০৮; সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ৮০৮, সহীহ

জিহাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন দুআ

জিহাদে রওনা হওয়ার সময়

[৩৯২] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স ৩১৫ জন নিয়ে বদর প্রান্তরের অভিমুখে রওনা হয়ে এ দুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْبِلْهُمْ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ عُرَاةٌ
فَاكْسُهمْ، اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ جِيَاْعٌ فَاَشْبِعْهُمْ

‘হে আল্লাহ! এরা পদাতিক বাহিনী, এদেরকে আপনি বাহন দান করুন। হে আল্লাহ! এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে পরিধানের কাপড় দান করুন। হে আল্লাহ! এরা ক্ষুধার্ত, এদেরকে খাদ্য দিয়ে তৃপ্ত করুন।’

তারপর আল্লাহ তাঁর নবিকে বদরে বিজয় দান করলেন। সাহাবিরা যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকেরই ছিল একটি বা দুটি উট। তাঁরা ছিলেন পোশাক পরিহিত এবং তৃপ্ত।^[৪৩৩]

বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়ার সময়

[৩৯৩] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা বলেন, মুজাহিদ-বাহিনী রওনা হওয়ার সময় বাকী কবরস্থান পর্যন্ত তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে রাসূল স বলতেন,

اِنْطَلِقُوْا عَلٰى اَسْمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اَعِنْهُمْ

‘আল্লাহর নামে রওনা হয়ে যাও। হে আল্লাহ! তাদের সাহায্য

করুন।^[৪০৪]

জিহাদের সময় দুআ করা

[৩৯৪] আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

হে ঈমানদারগণ, কোনো সৈন্যদলের সাথে যখন তোমরা যুদ্ধ করবে তখন দৃঢ়পদ থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে। যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারো।^[৪০৫]

[৩৯৫] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা থেকে বর্ণিত, বদরের দিন নবি সা একটি তাঁবুতে অবস্থান করে বলছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُكَ عَهْدَكَ وَعُودَكَ، اللَّهُمَّ إِن شِئْتَ لَمْ
تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি যদি (আমাদের পরাজয়) চান, তাহলে আজকের পরে আর আপনার ইবাদত করা হবে না।’

এ পর্যায়ে নবি সা-এর হাত ধরে আবু বকর রা বললেন, ‘যথেষ্ট হয়েছে।’ রাসূলুল্লাহ সা তখন এ আয়াত পড়তে পড়তে বেরিয়ে এলেন,

سَيُهِزَمُ الْجَمْعُ وَ يُؤْتُونَ الدُّبْرَ ﴿٣٦﴾ بَلِ السَّاعَةُ
مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ﴿٣٧﴾

[৪৩৪] আল মুসতাদারাক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং ২৪৮০, সহীহ

[৪৩৫] সূরা আনফাল, ৮ : ৪৫

‘শীঘ্রই শত্রুদল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। বস্তুত কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামত আরও বেশি কঠিন এবং অনেক বেশি তিক্ত।’^[৪৩৬]

[৩৯৬] উমর ইবনুল খাতাব রাঃ থেকে বর্ণিত, বদরের দিন নবি সঃ কিবলামুখী হয়ে দুহাত উঁচু করে দুআ করছিলেন,

اللَّهُمَّ أَخْزِئِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ
إِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعَبِّدْ فِي
الْأَرْضِ

‘হে আল্লাহ! আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা পূরণ করুন। হে আল্লাহ! আমাকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রদান করুন। হে আল্লাহ! মুসলিমদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে যদি আপনি ধ্বংস করে দেন, তবে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না।’^[৪৩৭]

[৩৯৭] আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা রাঃ থেকে বর্ণিত, কোনো এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সঃ শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর সাহাবিদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, ‘হে লোকসকল! শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে। তবে শত্রুর মুখোমুখি হলে তখন ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রেখো, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে।’ এরপর রাসূলুল্লাহ সঃ দুআ করলেন,

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجَرِّى السَّحَابِ، وَهَازِمَ
الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

[৪৩৬] সহীহুল বুখারি, হাদীস নং : ২৯১৫; আয়াতটি সূরা ক্বামার, ৫৪ : ৪৫-৪৬

[৪৩৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৭৬৩, সহীহ

বিপদের সময় করণীয়

বিপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

[৪০৮] আবুল ইয়াসার রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ এমন দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدَّى،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ، وَالْحَرَقِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ
يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ
فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করা থেকে, উঁচু স্থান হতে পতিত হয়ে মারা যাওয়া থেকে। আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ থেকে এবং অতি বার্ধক্য হতে। আশ্রয় চাই মৃত্যুকালে শয়তানের প্রভাব, আপনার পথে জিহাদ থেকে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যু এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনজনিত মৃত্যু থেকে।’^[৪০৮]

বিপদকালে যেসব দুআ পড়তে হয়

[৪০৯] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, বিপদের সময় নবি সঃ (এ দুআ) বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

‘আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি মহান, পরম সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি মহান আরশের অধিপতি। আসমানের প্রতিপালক, জমিনের প্রতিপালক এবং সম্মানিত আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।’^[৪৫০]

[৪১০] অন্য বর্ণনামতে নবি ﷺ এই দুআ পড়তেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

‘মহান, পরম সহনশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আসমান এবং জমিনের প্রতিপালক, মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।’^[৪৫১]

[৪১১] আরেক বর্ণনামতে বিপদের সময় নবি ﷺ নিচের কালিমাগুলো পড়ার পর দুআ করতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

‘মহান, পরম সহনশীল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। মহান আরশের অধিপতি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সম্মানিত

[৪৫০] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৩০; সহীহুল বুখারি, হাদীস নং : ৬৩৪৬, সহীহ

[৪৫১] সহীহুল বুখারি, হাদীস নং : ৬৩৪৫, সহীহ

দাম্পত্য জীবনের দুআ

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে

[৫১৬] আবু আইয়ুব রাঃ-কে নবি সঃ বলেছিলেন, “বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার আগে সুন্দরভাবে ওজু করে যথাসম্ভব নফল নামাজ পড়বে। এরপর আল্লাহর প্রশংসা এবং বড়ত্ব বর্ণনা করবে। তারপর বলবে,

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ، وَانْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ، فَاِنْ رَاَيْتَ فِيْ فُلَانَةٍ (মেয়েটির নাম) خَيْرًا لِّيْ
فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِيْ فَاَقْدِرْهَا لِيْ، وَاِنْ كَانَ غَيْرَهَا
خَيْرًا لِّيْ مِنْهَا فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِيْ، فَاَقْضُ لِيْ ذٰلِكَ

হে আল্লাহ! আপনি পারেন, আমি পারি না। আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি তো অদৃশ্যের মহাজ্ঞানী। অমুক মেয়েটি আমার দ্বীন, দুনিয়া এবং আখিরাতের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক হলে আমার জন্য তাকে নির্ধারণ করে দিন। আর সে ছাড়া অন্য কেউ আমার দ্বীন, দুনিয়া এবং আখিরাতের ক্ষেত্রে বেশি কল্যাণকর হয়ে থাকলে আমার জন্য তার ফয়সালা করে দিন। ﴿৫১৬﴾

নেককার সঙ্গী পেতে চাইলে

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে চাইতে বলেছেন এভাবে :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَ

[৫৬২] সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৪০৪০; আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং : ২৬৯৮, সহীহ

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا

‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে আপনি এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুভাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন।’^[৫৩৩]

বিবাহের খুতবা

[৫১৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ বলেন, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য খুতবা রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদের শিখিয়েছেন। যা হচ্ছে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ
الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

‘সমস্ত প্রশংসার এক আল্লাহর জন্যই। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের দেহ ও আত্মার সকল অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ যাকে

গোনাহ থেকে মুক্তির উপায়

গোনাহ হয়ে গেলে করণীয়

[৬৫৪] আলি রা বলেন, আবু বকর রা আমাকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন, মূলত তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো বান্দা গুনাহ করার পর উত্তমরূপে ওজু করে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ
يَصِرْوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে-শুনে তা বারবার করে না। (সূরা আলি ইমরান : ১৩৫)।^[৭৩৫]

[৬৫৫] আবু যার রা একবার নবি স-এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বললেন, 'কোনো মন্দ কাজ করে ফেললে এর পরপরই একটি ভালো কাজ করবে, যা মন্দ কাজটিকে মিটিয়ে দেবে।' আবু যার রা জানতে চাইলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাও কি ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত?' উত্তরে নবি স

বললেন, ‘সেটা সর্বোত্তম ভালো কাজ।’^[৭৩৬]

ভয়ঙ্কর গুনাহ থেকে মাফ পাওয়ার দুআ

[৬৫৬] যাইদ رضي الله عنه শুনেছেন যে নবি ﷺ এ কথা বলেছেন, ‘যে লোক বলে,

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ
إِلَيْهِ،

আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।
তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর তাঁর কাছে আমি তাওবা করছি।

তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকে।’^[৭৩৭]

⇒ সংক্ষেপে দুআটি অনেকেই এভাবে বলে থাকেন :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

[৬৫৭] আলি رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, ‘তোমাকে কি এমন কিছু বাক্য আমি শিখিয়ে দেবো না, যেগুলো বললে আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবেন, আর তুমি হয়ে যাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত? তুমি বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ
اَلْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি অতি সম্মানিত, মহান।
অতি সহনশীল ও পরম দয়ালু আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।
আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরপবিত্র, মহান আরশের
অধিপতি। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর

[৭৩৬] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ২১৪৮৭, হাসান লিগাইরিহি

[৭৩৭] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং : ১৫১৭; সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৩৫৭৭, সহীহ

শয়তান থেকে বাঁচার উপায়

প্রতিটি মানুষের পেছনেই শয়তান লেগে থাকে

[৮০২] আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, কথার ফাঁকে একদিন তিনি নবি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সঙ্গেও কি শয়তান রয়েছে? নবি ﷺ বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তারপর তিনি বললেন, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শাইতান (শয়তান) রয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তারপর আয়িশা রাঃ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গেও কি রয়েছে? নবি ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গেও। তবে আল্লাহ তাআলা তার মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেছেন। এখন তার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ।^[৮০৩]

শয়তান থেকে বেঁচে থাকা

[৮০৩] আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

শয়তানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব করো, তাহলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।^[৮০৪]

[৮০৪] কুরআন পড়ার আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

[৮০৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৮১৫, সহীহ

[৮০৪] সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০০

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿١٩﴾

তুমি যখনই কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।^[৮০৫]

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইব যেভাবে

[৮০৫] আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শয়তান থেকে বাঁচার দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন। শয়তান আক্রমণ করলে আমরা বলব :

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٢٩﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ
أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿١٩﴾

রব আমার! শয়তানদের প্ররোচনা হতে আপনার কাছে আমি আশ্রয় চাই। রব আমার! আপনার কাছে আমি আশ্রয় চাইছি, যাতে তারা আমার ধারেকাছেও না আসতে পারে।^[৮০৬]

[৮০৬] আবু যুমাইল রাঃ বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাঃ আমাকে বললেন, ‘অন্তরে সন্দেহজনক কিছু অনুভব করলে নিচের আয়াতটি তুমি তিলাওয়াত করবে।^[৮০৭]

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

“তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গুপ্ত।
আর সবকিছুই তিনি জানেন।”^[৮০৮]

[৮০৫] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৮

[৮০৬] সূরা মুমিনুন, ২৩ : ৯৭-৯৮

[৮০৭] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং : ৫১১০, মাওকুফ হাসান

[৮০৮] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৩

ক্যারিয়ার বিষয়ক দুআ

নিজের ইনকামে তুষ্ট থাকা

[৮২৯] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ দুআতে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ، وَبَارِكْ لِّيْ فِيْهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ
كُلَّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ

‘হে আল্লাহ! আমাকে যে রিযিক দিয়েছেন, তা নিয়ে তুষ্ট থাকার তাওফিক দিন। আমার জন্য সেটাতে বরকত দান করুন। আর আমার থেকে যা হারিয়ে গেছে, এমন প্রতিটি বিষয়ে কল্যাণের সাথে আপনি স্থলাভিষিক্ত হয়ে যান।’^[৮২৯]

সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হওয়ার দুআ

[৮৩০] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবি সঃ এই বলে দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

‘হে আল্লাহ! আপনার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা কামনা করছি।’^[৮৩০]

[৮৩১] আবু সিরমাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, নবি সঃ বলেছেন,

[৯২৩] আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, হাদীস নং : ১৮৭৮, সহীহ

[৯২৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭২১; সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৩৪৮৯, সহীহ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ غِنَايَ، وَغِنَى مَوْلَايَ

‘হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমার সচ্ছলতা এবং আমার আপনজনের সচ্ছলতা কামনা করি।’^[১২৫]

[৮৩২] আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবি সঃ আমাদেরকে বিছানায় গিয়ে এ দুআ পড়তে বলতেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ
وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ
بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اللَّهُمَّ أَنْتَ
الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ
شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ
فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ
الْفَقْرِ

‘হে আল্লাহ! আকাশ, পৃথিবী এবং মহান আরশের অধিপতি! হে আমাদের রব এবং সবকিছুর পালনকর্তা! হে বীজ এবং উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা! হে তাওরাত, ইনজিল এবং ফুরকান অবতীর্ণকারী! আপনার কাছে আমি সব প্রাণীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই—যাদের সবার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে। হে আল্লাহ! আপনিই শুরু, আপনার আগে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর আপনিই শেষ, আপনার পরে কোনো কিছু নেই। আপনি প্রকাশ্য, আপনার উর্ধ্বে কেউ নেই। আপনি গোপন (বিষয়ের দ্রষ্টা), আপনার অগোচরে কিছু নেই। আমাদের ঋণ আপনি পরিশোধ করে দিন এবং দরিদ্রতা

নবিজির ওপর দরুদ ও সালাম

মহান আল্লাহর নির্দেশ

[৯৬৩] কুরআনুল কারীমে নবি ﷺ-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٩٦٣﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নবির ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, তাঁর ফেরেশতাগণ নবির জন্য অনুগ্রহ কামনা করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নবির ওপর দরুদ পাঠ করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। [১০৬১]

দরুদ পাঠের ফজিলত

[৯৬৪] আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, মহান আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। [১০৬২]

[৯৬৫] আনাস ইবনু মালিক রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেবেন, এবং তার দশটি মর্যাদার স্তর বাড়িয়ে দেবেন। [১০৬৩]

[১০৬১] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৫৬

[১০৬২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৪০৮; সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৪৮৫, সহীহ

[১০৬৩] সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং : ১২৯৭; মুসনাদু আহমাদ, ১২০১৭; সহীহ

[৯৬৬] আবু তালহা رضي الله عنه বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশ আনন্দিত চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চেহারা মোবারক এত হাসিখুশি দেখতে পাচ্ছি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার কাছে এক ফেরেশতা এসে বললেন: আপনার রব বলেছেন, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন—কেউ যদি আপনার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে, তাহলে তার ওপর আমি দশ বার রহমত প্রদান করব? কেউ যদি আপনার ওপর এক বার সালাম জানায়, তাহলে তার ওপর দশ বার সালাম জানাব? [১০৬৪]

আযানের পর দরুদ পাঠ

[৯৬৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। নবি ﷺ বলেছেন, মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনলে তোমরা তার অনুরূপ বলবে। এরপর আমার ওপর দরুদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর এক বার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর দশ বার রহমত বর্ষণ করেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসিলা প্রার্থনা করবে। কেননা, ওসিলা জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনকেই দেওয়া হবে। আশা করছি, আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওসিলা প্রার্থনা করবে, (আমার) শাফায়াত তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। [১০৬৫]

কতটুকু সময় দরুদের জন্য বরাদ্দ থাকবে

[৯৬৮] উবাই ইবনু কাব رضي الله عنه বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করি। দরুদ পাঠের জন্য আমি কতটুকু সময় বরাদ্দ করব? নবি ﷺ বললেন, তোমার মন যত চায়। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বললেন, যতটুকু তুমি চাও। তবে আরও বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, দুই-তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, তোমার মন যত চায়। তবে আরও বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তাহলে পুরোটা সময়ই

[১০৬৪] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৪/২৯; আত-তারগীব, হাদীস নং : ২/৪৯৪; হাসান

[১০৬৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৮৪

আপনার ওপর দরুদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তবে তো তোমার সকল পেরেশানি দূর করে দেওয়া হবে এবং সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে।^[১০৬৬]

আমলের দিক থেকে যে ব্যক্তি কৃপণ

[৯৬৯] আলি রা বলেন, রাসূলুল্লাহ স বলেছেন, সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার নিকট আমার কথা উল্লেখ করা হলো কিন্তু সে আমার ওপর দরুদ পাঠ করল না।^[১০৬৭]

আমাদের দরুদ নবিজির কাছে পৌঁছে যাবে

[৯৭০] আউস ইবনু আউস রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স বলেছেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এ দিনই আদম আ-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনই শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। কাজেই এই দিনে তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করবে। কারণ, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।

এক ব্যক্তি তখন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পাঠিত দরুদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? জবাবে নবি স বললেন, আল্লাহ তাআলা নবিদের দেহ ভক্ষণ করাকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।^[১০৬৮]

[৯৭১] আবু হুরায়রা রা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স বলেছেন, কেউ আমার ওপর সালাম পেশ করলে আল্লাহ আমার রুহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দিই।^[১০৬৯]

দুআ কবুলের মাধ্যম

[১০৬৬] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ২৪৫৭; সহীহাহ, হাদীস নং : ৯৫৪; সহীহ

[১০৬৭] সুনানুত তিরমিজি, হাদীস নং : ৩৫৪৬; ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গারীব।

[১০৬৮] সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদীস নং : ১৬৩৬; সহীহ ইবনু খুযাইমা, হাদীস নং : ১৬৩৬ ৩/১১৮, হাসান

[১০৬৯] সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং : ২০৪১; সহীহ

তোমাদের সাহায্য করেন এবং মুমিনদের অন্তর জুড়িয়ে দেন।^[১১৯৮]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُمُوعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

হে লোকসকল! তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের
পক্ষ থেকে একটি উপদেশ, অন্তরে থাকা ব্যাধির উপশম এবং
মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।^[১১৯৯]

ثُمَّ كُلٍّ مِّن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا ۖ
يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِّلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

এরপর সব ধরনের ফল থেকে খাও। তারপর তোমার পালনকর্তা
তোমার জন্য যেসব পথ সহজ করে দিয়েছেন, সেসবে চলো।
(এভাবে) তার পেট থেকে বিভিন্ন রংয়ের পানীয় নির্গত হয়,
যা-তে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই
এগুলোতে সেসব লোকদের জন্য একটি নিদর্শন আছে, যারা
চিন্তাভাবনা করে।^[১২০০]

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

কুরআনে এমন বিষয় আমি নাযিল করি, যা মুমিনের জন্য
রোগমুক্তি এবং রহমত। তবে জালিমদের তো এতে শুধু ক্ষতিই

[১১৯৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১৪

[১১৯৯] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭

[১২০০] সূরা নাহল, ১৬ : ৬৯

বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।^[১২০১]

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي^ط

আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।^[১২০২]

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيَّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
 ءَأَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
 وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى
 أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ^ط

আমি যদি একে অনারব ভাষার কুরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, ‘এর আয়াতগুলো স্পষ্ট করা হলো না কেন? কী আশ্চর্য, অনারব ভাষায় (কিতাব) আর আরবিভাষী (রাসূল)!’ আপনি বলে দিন, এটা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত এবং (রোগের) উপশম। যারা মুমিন নয় তাদের কানে (লাগানো) আছে ছিপি, আর এটা (অর্থাৎ কুরআন) তাদের জন্যে অন্ধত্ব। ওদেরকে (যেন) দূরবর্তী স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে।^[১২০৩]

সাকিনা (প্রশান্তি)-সংক্রান্ত

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ
 فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَ
 آلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم مِّنَ

[১২০১] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮২

[১২০২] সূরা শুআরা, ২৬ : ৮০

[১২০৩] সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৪